বেগুন চাষের বিস্তারিত বিবরণ

বেগুন এর জাতের তথ্য

জাতের নাম : বারি বেগুন-১

জনপ্রিয় নাম : উত্তরা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চ্যাপ্টা, হালকা হলদেটে

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ খাটো ও ছড়ানো। গাছে গড়ে ৪০ -৪৫ টি ফল। আগাম জাত। পাতা ও শাখার রং হালকা বেগুনি।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০০ - ২২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫০-৫৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমাণ : ৪৫ - ৫০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর - অক্টোবর)

ফসল তোলার সময় : চারা লাগানোর ৬০-৬৫ দিন পর ফল তোলার উপযোগী হয় এবং ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায় ।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বেগুন-২

জনপ্রিয় নাম : তারাপুরী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চেপ্টা, হালকা হলদেটে

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ মাঝারি আকারের। গাছ প্রতি ফল গড়ে-৬৫-৭৫ টি। ফল গাঢ় বেগুনি, লম্বা বেলুনাকার। চামড়া পাতলা, শীস নরম। ।

প্রতি ফলের ওজন প্রায় ১২৫-১৫০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০০ - ২২০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর -অক্টোবর)

ফসল তোলার সময় : চারা লাগানোর ৬০-৭০দিন পর ফল তোলার উপযোগী হয় এবং ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায় ।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বেগুন-৪

জনপ্রিয় নাম : কাজলা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৮৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল মাঝারি, লম্বা, রঙ কালচে বেগুনি ও চকচকে

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য : মাঝারি আকার, খাড়া, ছড়ানো গাছ। গাছ প্রতি গড়ে ৩০-৩৫ টি ফল ধরে ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮০ - ২২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৫-৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর -অক্টোবর)

ফসল তোলার সময় : চারা লাগানোর ৬০-৬৫ দিন পর ফল তোলার উপযোগী হয় এবং ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায় ।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বেগুন-৫

জনপ্রিয় নাম : নয়নতারা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৮৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চেপ্টা, হালকা হলদেটে

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :গাছ খাড়া আকারের।গাছ প্রতি গড়ে ১৫-২০ টি ফল।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৫০ - ২০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০.৪৫ - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচ্চ, মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র-মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর -অক্টোবর)

ফসল তোলার সময় : চারা লাগানোর ৬০-৬৫ দিন পর ফল তোলার উপযোগী হয় এবং ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বেগুন-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৮৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চেপ্টা, হালকা হলদেটে

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ মাঝারি আকারের এবং ঝোপালো। গাছ প্রতি গড় ফল ১৫-১৭টি।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮০ - ২০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচ্চ, মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর -অক্টোবর)

ফসল তোলার সময় : চারা লাগানোর ৬০-৭০দিন পর ফল তোলার উপযোগী হয় এবং ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বেগুন-৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চেপ্টা, হালকা হলদেটে

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ খাড়া আকারের। গাছ প্রতি গড়ে ৩০-৩৫ টি ফল হয়। ফলের আকার লম্বা, চিকন এবং রঙ চকচকে কাল বেগুনি। ফলের গড় ওজন ৮০-৯০ গ্রাম

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৭০ - ১৮৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০-৪৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর -অক্টোবর)

ফসল তোলার সময় : চারা লাগানোর ৬০-৬৫ দিন পর ফল তোলার উপযোগী হয় এবং ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বেগুন-৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৭৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফলের আকার লম্বা, নলাকার, উজ্জ্বল কালচে বেগুনি।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ খাড়া আকারের। গাছ প্রতি গড়ে ২০-২৫ টি ফল (গ্রীষ্মকালীন) ৩০-৩৫ টি ফল (শীতকালীন)। ফলের গড় ওজন ১০০-১১০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৭০ - ১৮৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০-৪৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু, মাঝারি নিচু জমি, অতি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর -অক্টোবর) / মধ্য মাঘ - বৈশাখ (ফেব্রুয়ারি- এপ্রিল।)

ফসল তোলার সময় : চারা লাগানোর ৬০-৬৫ দিন পর ফল তোলার উপযোগি হয় এবং ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায় ।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : ঢলেপড়া রোগ

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বেগুন-৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ডিম্বাকার, উজ্জ্বল সবুজ রঙের ফল, ফলের নিচের অংশে সাদা ছিট ছিটে লম্বাটে দাগ আছে।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য : তুলনামূলক খাটো গাছ। গাছ প্রতি গড়ে ৩০-৩৫ টি ফল। ফলের গড় ওজন ১০০-১১০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮০ - ২০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৫-৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর -অক্টোবর)

ফসল তোলার সময় : চারা লাগানোর ৬০-৬৫ দিন পর ফল তোলার উপযোগি হয় এবং ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায় ।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বেগুন-১০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৭৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : লম্বা , উজ্জ্বল বেগুনি রঙের।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ মাঝারি আকার, ঝোপালো। গড় ওজন ১০০ - ১১০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮০ - ২০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৫-৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচ্চ, মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর - অক্টোবর) / মধ্য মাঘ - বৈশাখ (ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল।)

ফসল তোলার সময় : চারা লাগানোর ৬০-৬৫ দিন পর ফল তোলার উপযোগী হয় এবং ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বিটি বেগুন-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চেপ্টা, হালকা খুসর হলুদ

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ খাট ও ছড়ানো, পাতা ও শাখা হালকা বেগুনি। ফলের চামড়া পাতলা, ফল খোকায় খোকায় ধরে

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০০ - ২২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫০-৫৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : .৪৫ গ্রাম - .৫০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমাণ : ৪৫ - ৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচ্চ, মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর - অক্টোবর)

ফসল তোলার সময় : চারা লাগানোর ৬০-৬৫ দিন পর ফল তোলার উপযোগী হয় এবং ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বিটি বেগুন ২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৭৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চেপ্টা,হালকা খুসর হলুদ।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ মাঝারি লম্বা, কালচে বেগুনি, খাড়া। ফল মোটা ও লম্বা, প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৪০-৪৫ টি , ফলের গড় ওজন ১০০-১২০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪৩

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮০ - ২০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৫-৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : .৪৫ গ্রাম - .৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বীজ বপনের সময়ঃ মধ্য ভাদ্র - মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর -অক্টোবর)

ফসল তোলার সময় : চারা লাগানোর ৬০-৬৫ দিন পর ফল তোলার উপযোগী হয় এবং ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বিটি বেগুন-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৭৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফলের আকার গোল এবং রঙ কালচে বেগুনি।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ খাড়া, গাছ প্রতি ফল সংখ্যা ২৫-৩০ টি, গড় ওজন ১২০-১৩০ গ্রাম। এককভাবে ধরে, বৌটার রঙ সবুজাভ বাদামি।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪৪

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮০ - ২০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৫-৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর -অক্টোবর)

ফসল তোলার সময় : চারা লাগানোর ৬০-৬৫ দিন পর ফল তোলার উপযোগী হয় এবং ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায় ।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বিটি বেগুন-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৯০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল ডিম্বাকার এবং রঙ সবুজ।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ মাঝারি, ঝোপাল ও সবুজ রঙ এর। এককভাবে ধরে, বোঁটার রঙ সবুজাভ বাদামি। প্রতি গাছে ২০ টা ফল ধরে। গড় ওজন ২০০-২৫০ গ্রাম

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪৫

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮০ - ২০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৫-৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু, মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর -অক্টোবর)

ফসল তোলার সময় : চারা লাগানোর ৬০-৬৫ দিন পর ফল তোলার উপযোগী হয় এবং ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড বেগুন ৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : প্রতি গাছে গড়ে ৫০-৫৫টি ফল ধরে।

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য : চ্যাপ্টা, হালকা হলদেটে

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২০ - ২৫০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫৫-৬০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : বেলে, বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র-মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর -অক্টোবর)

ফসল তোলার সময় : চারা লাগানোর ৬০-৬৫ দিন পর ফল তোলার উপযোগী হয় এবং ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায় ।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড বেগুন ৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চ্যাপটা , হালকা হলদেটে

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য : ফল ডিম্বাকৃতির, হালকা সবুজ রঙ। প্রতি গাছে ফল গড়ে ৫০-৬০ টি। ফলের গড় ওজন ১০০-১১০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২০ - ২৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫৫-৬০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমাণ : ৪৫ গ্রাম - ৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর -অক্টোবর)

ফসল তোলার সময় : চারা লাগানোর ৬০-৬৫ দিন পর ফল তোলার উপযোগী হয় এবং ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায় ।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : ইসলামপুরী

জনপ্রিয় নাম : ইসলামপুরী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোলাকার , কচি অবস্থায় গাঢ় বেগুনি।

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : বৌটায় কাঁটা নাই। প্রতি টি ফলের ওজন ২০০-৪০০গ্রাম। শীশ নরম, বীজের পরিমাণ কম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩১

চারার থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২০ - ১৫০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৫-৩৬

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু, মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : ভাদ্র- অগ্রহায়ণ (মধ্য আগস্ট- মধ্য ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় : চারা লাগানোর ৭০-৭৫ দিন পর ফল তোলার উপযোগী হয় এবং ৩ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলে উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

জাতের নাম : লাফফা

জনপ্রিয় নাম : লাফফা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোলাকার, বড়, রঙ বেগুনি

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : মাঝারি ধরনের, শাখা বহুল,পাতা বেগুনি সবুজ। প্রতি গাছে ৮-১০ টি ফল ধরে

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩৩

চারার থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু, মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : ভাদ্র- অগ্রহায়ণ (মধ্য আগস্ট- মধ্য ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় : চারা লাগানোর ৫৫-৬০ দিন পর ফল তোলার উপযোগী হয় এবং ৩ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ১

জনপ্রিয় নাম : ঈশ্বরদী ১

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল বড় ও গোলাকার রঙ সবুজ গায়ে হালকা ডোরা আছে।

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছে কাটা আছে, পাতা খাটো ও চওড়া। বীজের পরিমাণ বেশি। প্রতিটি ফলের ওজন ১৫০-২৫০গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২০ - ১৩০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০.৪৫ - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু, মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : ভাদ্র- অগ্রহায়ন (মধ্য আগষ্ট - মধ্য ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় : চারা লাগানোর ৭০-৭৫ দিন পর ফল তোলার উপযোগী হয় এবং ৩ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

জাতের নাম : নয়ন কাজল

জনপ্রিয় নাম : নয়ন কাজল

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল বেলুনাকার, হালকা সবুজ, বৌটার কাছে হালকা বেগুনি চোখের কাজলের মতো আঁচড় আছে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ মাঝারি উঁচু ও শাখা প্রশাখাযুক্ত। ফলের ওজন ৩০০-৪০০গ্রাম

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩৬

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২০ - ১৩০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু, মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : ভাদ্র-অগ্রহায়ন (মধ্য আগষ্ট- মধ্য ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় : চারা লাগানোর ৬০-৬৫ দিন পর ফল তোলার উপযোগী হয় এবং ৩ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায় ।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলে উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল , নভেম্বর, ২০১৩।

জাতের নাম : শিংনাথ

জনপ্রিয় নাম : শিংনাথ

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৭০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল সরু, বেগুনী রঙের।

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : বেশ উঁচু, শাখা প্রশাখা বেশি, পাতা সরু ধরনের। প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৩৫-৪০টি। ফলের গড় ওজন ৭৫-১৫০ গ্রাম

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২০ - ১৩০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় : সারা বছর

ফসল তোলার সময় : চারা লাগানোর ৬০-৬৫ দিন পর ফল তোলার উপযোগী হয় এবং ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায় ।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল , নভেম্বর, ২০১৩ ।

জাতের নাম : ডিম বেগুন

জনপ্রিয় নাম : ডিম বেগুন

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল ধবধবে সাদা, ডিম্বাকার ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ মাঝারি আকারের। ফলের গড় ওজন ৪০-৬০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২০ - ১৩০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু, মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় : সারা বছর

ফসল তোলার সময় : চারা লাগানোর ৬০-৬৫ দিন পর ফল তোলার উপযোগী হয় এবং ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলে উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

বেগুনের পুষ্টিমানের তথ্য

পুষ্টিমান : প্রতি ১০০ গ্রাম বেগুনে চর্বি ২.৯ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.৮ গ্রাম, আঁশ ১৩ গ্রাম খাদ্যশক্তি ৪২ কিলোক্যালরি, আমিষ ১.৮ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২৮ মিলিগ্রাম, আয়রন ০.৯ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ৮৫০ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন বি-১ ০.১২ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-২ ০.০৮ মিলিগ্রাম ও শর্করা ২২ গ্রাম ইত্যাদি।

তথ্যের উৎস : কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস. ২০১৭।

বেগুনের বীজ ও বীজতলার তথ্য

বর্ণনা : প্রতি বীজ তলা ৩ মিটার(১১৮ ইঞ্চি) লম্বা এবং ১ মিটার(৩৯.৩৭ ইঞ্চি) চওড়া এবং দু বীজ তলার মাঝে নালার গভীরতা ৩০ সে.মি(১২ ইঞ্চি)।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ : বেগুন চাষের জন্য প্রথমে বীজতলায় চারা করে তা মূল জমিতে রোপণ করতে হয়। বীজতলা এমন স্থানে তৈরি করতে হবে যেখানে বৃষ্টির পানি দাঁড়াবে না অর্থাৎ সুনিষ্কাশিত হতে হবে, সর্বদা আলো-বাতাস পায় অর্থাৎ ছায়ামুক্ত হতে হবে। ভাল

বীজ নির্বাচন : প্রতি হেক্টর জমিতে বেগুন চাষের জন্য ২৫০-৩০০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। ৩ মিঃ১মি পরিমাপের বীজ তলার জন্য ১৪-১৬ গ্রাম বীজ লাগে। তাহলে ২৫০-৩০০ গ্রাম বীজের জন্য উল্লেখিত মাপের ১৬-২০ টি বীজতলার প্রয়োজন হবে। ১ গ্রাম বেগুন বীজে প্রায় ২০০-২৫০ টি বীজ থাকে এবং শতকরা ৭৫-৮০টি বীজ অঙ্কুরিত হয়

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করুন। বর্ণনানুসারে বেড তৈরি করুন। প্রতি বীজ তলায় উর্বরতা ভেদে ৫-১০ কেজি গোবর/ জৈবসার এবং ৩০ গ্রাম টি এস পি সার মাটির সাথে মেশান। বীজ বোনার আগে এক রাত ভিজিয়ে রাখুন। লাইনে বীজ বুনলে লাইনের দূরত্ব ২ ইঞ্চি রাখুন, ১ ইঞ্চি গভীরে আঁজুল বা কাঠি দিয়ে সারি করুন এবং ২-৩ দূরে দূরে বীজ বুনুন। এবং বীজ ঢেকে মাটি হালকা করে চেপে দিন।

বীজতলা পরিচর্যা : বীজ বোনার পর ছালার চট বা ধানের খড় বিছিয়ে ৭২ ঘন্টা ঢেকে রাখুন। বীজ গজানো তরানিত করতে ঝাঝরা দিয়ে পানি দিন। অবহাওয়া অতি শীতল হলে পলিখিন দিয়ে বীজতলা ঢেকে সকালে খুলে দিন। বৃষ্টি ও দুপুরের তাপ থেকে রক্ষার জন্য চাটাই দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করুন। বীজতলার চারিপাশে ছাই ছিটিয়ে দিন এতে পিপড়া ও অন্যান্য পোকাকার আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

বেগুন এর চাষপদ্ধতির তথ্য

বর্ণনা : কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করুন।

চাষপদ্ধতি : প্রতি বীজ তলা ৩ মিটার(১১৮ ইঞ্চি) লম্বা এবং ১ মিটার(৩৯.৩৭ ইঞ্চি) চওড়া এবং দু বীজ তলার মাঝে নালার গভীরতা ৩০ সে.মি(১২ ইঞ্চি)। প্রতি বীজ তলায় উর্বরতা ভেদে ৫-১০ কেজি গোবর/ জৈবসার এবং ৩০ গ্রাম টি এস পি সার মাটির সাথে মেশান। বীজ বোনার আগে এক রাত ভিজিয়ে রাখুন। লাইনে বীজ বুনলে লাইনের দূরত্ব ২ ইঞ্চি রাখুন, ১ ইঞ্চি গভীরে আঞ্জুল বা কাঠি দিয়ে সারি করুন এবং ২-৩ দূরে দূরে বীজ বুনুন। এবং বীজ ঢেকে মাটি হালকা করে চেপে দিন।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বেগুনের সার এবং মাটি ব্যবস্থাপনার তথ্য

মৃত্তিকা : সব ধরনের মাটি উপযোগী। তবে বর্ষাকালে পানি জমে না এমন উঁচু জমি নির্বাচন করুন।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা : মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি : সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	শতক প্রতি সার
গোবর	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১ কেজি
টিএসপি	৭০০ গ্রাম
এম ও পি	৭০০গ্রাম
জিপসাম	৪০০গ্রাম
বোরন	৫০গ্রাম
দস্তা	৪০ গ্রাম

সমুদয় গোবর, টিএসপি, জিপসাম, দস্তা, বোরন এবং ২১০ গ্রাম পটাশ শেষ চাষের সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের পর ১০-১৫ দিন প্রথমবার, ফল ধরা শুরু হলে দ্বিতীয় বার এবং ফল আহরণের মাঝামাঝি সময়ে তৃতীয় বার ৪০০ গ্রাম করে ইউরিয়া এবং ২০০ গ্রাম করে পটাশ প্রয়োগ করতে হবে।

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বেগুনের সেচের তথ্য

সেচ ব্যবস্থাপনা : চারা রোপণের ৩-৪ দিন পর পর্যন্ত হালকা সেচ এবং পরবর্তীতে প্রতি কিস্তি সার দেয়ার পর সেচ দিতে হয়। বেডের দু'পাশে নালা দিয়ে জমিতে সেচ দেয়া সুবিধাজনক। নালায় সেচের পানি বেশিক্ষণ ধরে রাখা যাবে না, গাছের গোড়া পর্যন্ত মাটি ভিজে গেলে নালার পানি ছেড়ে দিতে হবে। প্রতি সেচের পর মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙে দিতে হবে যাতে বাতাস চলাচলের সুবিধা হয়। খরিফ মৌসুমে জমিতে পানি যাতে না জমে সেজন্য পানি নিষ্কাশনের জন্য জমির চারপাশে নালা রাখতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি : জমিতে পানি যাতে না জমে সে জন্য পানি বের করার ব্যবস্থা রাখুন। পানির আপচয় রোধের জন্য ফিটা পাইপ/ফুটপাম্প/ঝাঝির সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করুন।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

বেগুনের এর আগাছার তথ্য

আগাছার নাম : বথুয়া

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : অক্টোবর - ডিসেম্বর মাসে দেখা যে। ফেব্রুয়ারি মাসে বীজ হয়, মার্চ-এপ্রিলে বীজ। রবি ও খরিফ।

প্রতিকারের উপায় : ফসল বোনার ৩০-৩৫ দিনে নিড়ানি দিন। আগাছার পরিমাণ বেশি হলে এর ১০-১৫ দিনের মাঝে আর একবার নিড়ানি দিন। জমি ভালভাবে নিড়ানি দিন। জমি ভালভাবে নিড়ানি দিয়ে ধাবক, মূল কন্দ বাছাই করুন। দীর্ঘ দিন জমিতে পানি থাকলে গাছ মারা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২২০১৮/০২/

আগাছার নাম : মুথাভাদাইল/

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি ও খরিফ। জুন - অক্টোবর মাসে ফুল উৎপাদন ও বীজ পাকে।

প্রতিকারের উপায় : ফসল বোনার/ চারা রোপনের ৩০-৩৫ দিনে নিড়ানি দিন। আগাছার পরিমাণ বেশি হলে এর ১০-১৫ দিন পর আরেক বার নিড়ানি দিন। জমি ভালভাবে নিড়ানি দিয়ে ধাবক, মূল শিকড় বাছাই করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২২০১৮/০২/

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি ও খরিফ। এপ্রিল - জুলাই মাসে ফুল উৎপাদন ও বীজ পাকে।

প্রতিকারের উপায় : ফসল বোনার/ রোপনের ৩০-৩৫ দিনে নিড়ানি দিন। আগাছার পরিমাণ বেশি হলে এর ১০-১৫ দিন পর আরেকবার নিড়ানি দিয়ে শিকড় সরিয়ে ফেসিক। জমি ভালভাবে নিড়ানি দিয়ে ধাবক, মূল কন্দ বাছাই করুন। দীর্ঘ দিন জমিতে পানি থাকলে গাছ মারা যায়।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

বেগুনের আবহাওয়া এবং দুর্যোগ এর তথ্য

বাংলা মাসের নাম : জ্যৈষ্ঠ

ইংরেজি মাসের নাম : মে

দুর্যোগের নাম : বন্যা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

জমি বন্যার আশঙ্কামুক্ত রাখুন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি : পানি যাতে জমি থেকে সরে যায় তার ব্যবস্থা করুন। জো বুঝে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিন। গাছ হলে পড়ে গেলে সোজা করে দিন।

প্রস্তুতি : বন্যার আশঙ্কামুক্ত জমিতে আবাদ করুন। ফল পরিপক্ব হলে তা তুলে ফেলুন।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : এপ্রিল

দুর্যোগের নাম : খরা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

সেচ যন্ত্র জোগার করুন, সারির থেকে মাটি গাছের গোড়ায় দিয়ে সেচ নালা তৈরি করুন। ফল পরিপক্ব হলে তা তুলে ফেলুন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি : মাটি ও ফসলের অবস্থা বুঝে সেচ দিন।

প্রস্তুতি : সেচের পানির উৎস জানুন, সেচ যন্ত্র জোগার করুন। ঝরনা সেচ যন্ত্র উত্তম।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২২০১৮/০২/

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : এপ্রিল

দুর্যোগের নাম : শিলা বৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

সারির থেকে মাটি গাছের গোড়ায় দিয়ে সেচ নালা তৈরি করুন। বড় গাছ খুঁটি দিয়ে খাড়া রাখুন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি : পানি যাতে জমি থেকে সরে যায় তার ব্যবস্থা করুন। জো বুঝে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিন। গাছ হলে পড়ে গেলে সোজা করে দিন।

প্রস্তুতি : ফল পরিপক্ব হলে তা তুলে ফেলুন।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

বেগুন এর পোকাকার তথ্য

পোকাকার নাম : সাদা মাছি

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট হলুদাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট

ক্ষতির ধরণ : গাছের রস চুষে খাওয়ার ফলে গাছ শুকিয়ে যায়। এই পোকা এক ধরণের রস ছড়িয়ে দেয়, যেখানে বিভিন্ন ছত্রাক আক্রমণ করে। ফলে দূর থেকে আক্রান্ত গাছকে নিম্বেজ ও কালো দেখায়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : সম্পূর্ণ গাছ

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধুংস করা। আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য : সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে হেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

পোকাকার নাম : খুদে লাল মাকড়

পোকা চেনার উপায় : খুদে লাল রঙের মাকড় পাতার নিচে দলবদ্ধ ভাবে থাকে। প্লাতায় খুব ছোট সাদা সাদা দাগ দেখা যায়।

ক্ষতির ধরণ : পাতার রস চুষে খায় তাই পাতা বিন্দু বিন্দু হলুদে দাগের মত হয়ে পরে সাদাটে হয়ে যায়। অতি ক্ষুদ্র মাকড় পাতার উল্টো দিকে দেখা দেয়। কখনও কখনও এরা এক যায়গায় ঘনভাবে জড় হয়।

দমন ব্যবস্থা : সুসম সার ব্যবহার করুন। সঠিক দুরত্বে চারা রোপন করুন। ক্ষেত পরিষ্কার পরচ্ছন্ন রাখুন। জমিতে পরিমিত পরিমাণে জৈবসার প্রয়োগ করুন। পানি স্প্রে করুন বা ঝরনা সেচ প্রদান করুন।

আক্রমণের পর্যায় : চারা, পূর্ণ বয়স্ক, সব, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব , পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে সালফার জাতীয় কীটনাশক (যেমন কুমুলাস ডিএফ বা রনোভিট ৮০ ডলিউজি বা থিওভিট ৮০ ডলিউজি বা সালফোলাক ৮০ ডলিউজি, ম্যাকসালফার ৮০ ডলিউজি বা সালফেটক্স ৮০ ডলিউজি ২৫ গ্রাম) অথবা এবামেস্টিন জাতীয় (ভার্টিমেক ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : সুসম সার ব্যবহার করুন। সঠিক দুরত্বে চারা রোপন করুন। ক্ষেত পরিষ্কার পরচ্ছন্ন রাখুন। জমিতে পরিমিত পরিমাণে জৈবসার প্রয়োগ করুন। পানি স্প্রে করুন বা ঝরনা সেচ প্রদান করুন।

অন্যান্য : ১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম আধাভাঙ্গা নিমবীজ ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে, হেঁকে আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে এই পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। অথবা নিমের পাতা বা ফল বেটে হেঁকে রস ৫-৬ গুন পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮

পোকাকার নাম : জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণাঙ্গ পোকা এবং বাচ্চা উভয় ই দেখতে ছোট আকৃতির, নরম, বাদামি অথবা বাদামি কাল রঙের। দলবদ্ধ ভাবে থাকে। দেহের পিছনে উভয় দিকে একজোড়া কালো নল আছে।

ক্ষতির ধরণ : পূর্ণাঙ্গ পোকা এবং বাচ্চা গাছের পাতা, কচি কাণ্ড, ফুল ও ফলের কুঁড়ি, বোটা এবং ফলের কচি অংশের রস চুষে খায়, ফলে গাছ দুর্বল ও হলুদ হয়ে যায়, পাতা কুচকে যায়। ফুল ও ফল অবস্থায় আক্রমণ হলে ফুলের কুঁড়ি ঝরে পড়ে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে কচি ডগা মারা যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক, কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কাণ্ড, পাতা, কচি পাতা, ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা, ফেজ -১, কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব: প্রস্তুতি- আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধুঁস করা। আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

অন্যান্য : সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

পোকার নাম : পাতা মোড়ানো পোকা

পোকা চেনার উপায় : বাদামি রংয়ের একধরনের মথ।

ক্ষতির ধরণ : ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে লালা দিয়ে কচি পাতা লম্বা লম্বি ভাবে মুড়িয়ে ফেলে। পাতা খুললে ভিতরে কীড়া পাওয়া যায়। মুড়ানো পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

পোকামাকড় জীবনকাল : কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা, কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে থায়ামিথক্সাম+ক্রোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার অথবা ১মুখ) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : পরিষ্কার চাষাবাদ। জমি পর্যবেক্ষণ। বালাইনাশক ব্যবহারের পূর্বে পরিপক্ব ফল সংগ্রহ করুন এবং কীটনাশক ব্যবহারের এক সপ্তাহের আগে ফল সংগ্রহ অথবা বাজারজাত করন থেকে বিরত থাকুন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

পোকার নাম : জ্যেসিড/ শোষক পোকা/ হোপার/ শ্যামা পোকা

পোকা চেনার উপায় : হালকা সবুজ রংয়ের ফড়িং জাতীয় পোকা, পাখার পিছনে কাল দাগ আছে। বাচ্চা ও সবুজ ধরনের।

ক্ষতির ধরণ : কচি পাতার রস চুষে খাওয়ায় পাতা কুকড়ে নিচের দিকে বেকে আসে, পাতা বিবর্ণ হয়ে তামাটে রং ধারণ করে ,পরে মারা যায়।

যান্ত্রিক উপায়ে দমন : জেসিড দমানোর জন্য আঠালো হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করুন ।

আক্রমণের পর্যায় : চারা, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

পোকামাকড় জীবনকাল : লার্ভা, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) অথবা কারবারাইল জাতীয় কীটনাশক (যেমন সেভিন ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষোধ পাতার নিচের দিকে যেখানে পোকা থাকে সেখানে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালানিশাক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালানিশাকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : জমি পর্যবেক্ষণ। বেগুনের জমির কাছাকাছি বেগুন, টমেটো, টেঁড়শজাতীয় ফসল থাকলে এই পোকার আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। পোকা লাগার প্রাথমিক অবস্থায় কীড়া পাতা সহ নষ্ট করে ফেলুন।

অন্যান্য : পাঁচ গ্রাম পরমাণ গুড়া সাবান প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার নিচের দিকে স্প্রে করুন। অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

পোকার নাম : বেগুনের কাঁটালে/কাঁঠালে পোকা/ইপিলেকনা বিটল

পোকা চেনার উপায় : বয়স্ক পোকা ডিম্বাকৃতির , হালকা থেকে গাঢ় লাল, ৬-৭ মিলি লম্বা পোকা, উপরের পাখনায় কয়েক জোড়া দাগ থাকে। কীড়ার গায়ের রং হলুদ, চ্যাপ্টা, গায়ে কাঁটা থাকে। দেখতে অনেকটা কাঁঠালের মতো

ক্ষতির ধরণ : দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে। আক্রান্ত পাতার সবুজ আংশ খেয়ে জালিকার মত বাঁঝরা করে ফেলে।

দমন ব্যবস্থা : কার্বারিল জাতীয় কীটনাশক (সেভিন 20 গ্রাম) ৫ শতক জমির জন্য ১০ লি. পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক, কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কাণ্ড , পাতা , শিকড়

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : শতকরা ১০ ভাগ পাতা পোকা দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রতি লিটার পানিতে ডেনিটল/দ্রিবন-১মিঃলিঃ বাসুমিথিয়ন-২মিঃলিঃ বা সেভিন ২গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করা।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালানিশাক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালানিশাকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব: প্রস্তুতি- পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ। জমি পর্যবেক্ষণ। পাতার নিচে হলুদ রঙের ডিমের গাদা সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন।

অন্যান্য : পাতার নিচে কীড়া / বয়স্ক পোকাসংগ্রহ করে নষ্ট করুন। নিমের পাতা বা ফল বেটে ছেঁকে রস ৫-৬ গুন পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

পোকাকার নাম : কাটুই পোকা

পোকাকার স্থানীয় নাম : কাটুই পোকা

পোকা চেনার উপায় : ছোট আকারের মথ ,হালকা বাদামি রং এর দুই জোড়া পাখা যুক্ত, নিশাচর। ভিতরের পাখাতে খুসর শিরা/ জালিকা দেখা যায়। কীড়ার রং বেগুনী থেকে বাদামি বেগুনী।

ক্ষতির ধরণ : রাতে চারার গোড়া কেটে ফেলে

ক্ষতির লক্ষণ : কীড়া অবস্থায় এই পোকা দিনের বেলা মাটির ফাটলে বা গর্তে লুকিয়ে থাকে। রাতের বেলা বের হয়ে চারা গাছের গোড়ায় মাটি বরাবর কেটে দেয়। বেচে থাকার জন্য যা খায় তার চেয়ে বেশি কেটে নষ্ট করে। তীব্র আক্রমণে ক্ষেত প্রায় চারা শূন্য হয়ে পড়ে।

দমন ব্যবস্থা : সকাল বেলায় কেটে দেয়া চারার আশেপাশের মাটি খুড়ে কীড়া সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন। আক্রমণ দেখা গেলে সেচ দিন,এবং ক্ষেতের মাটি আলগা করে দিন।

আক্রমণের পর্যায় : চারা, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

পোকামাকড় জীবনকাল : কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : শিকড় , কান্ডের গৌড়ায়

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (কেয়ার ৫০ এসপি অথবা সানটাপ ৫০ এসপি ২০ মিলি / ৪ মুখ) অথবা ল্যামডা-সাইহ্যালোথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (ক্যারাটে ২.৫ ইসি অথবা ফাইটার প্লাস ২.৫ ইসি ১৫ মিলি / ৩ মুখ) ১০ লিটার প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব: প্রস্তুতি- জমি গভীর ভাবে চাষ দিতে হবে এবং রোদে শুকিয়ে নিলে ভাল হয়। জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য : সকাল বেলায় কেটে দেয়া চারার আশেপাশের মাটি খুড়ে কীড়া সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন। জমি পরিষ্কার করে আবর্জনা এক জায়গায় সারারাত স্থাপন করে রাখলে পোকা সেখানে এসে জমা হবে, পরের দিন সকালে পোকা সহ আবর্জনা পুড়ে ফেলতে হবে। সেচ দিন, এবং ক্ষেতের মাটি আলগা করে দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

পোকাকার নাম : ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা

পোকা চেনার উপায় : ছোট আকারের মথ , ৮-১২ মি মি লম্বা সাদা রং এর দুই জোড়া পাখাতে ছিট ছিট বাদামি দাগ থাকে, স্ত্রী মথ একটু বড়

ক্ষতির ধরণ : ডগা ও ফল ছিদ্র করে কুড়ে খায়। আক্রান্ত ডগা ঢলে পড়ে শুকিয়ে যায় । ফলে আক্রমণ হলে তা খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়।

যান্ত্রিক উপায়ে দমন : অন্তত সপ্তাহে কয়েকবার আক্রান্ত ডগা ও ফল থেকে পোকা সংগ্রহ করে তা নষ্ট করুন। কীটনাশকের বদলে আলোর ফাঁদ ব্যবহার করুন। নিদিষ্ট সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন। নিমের পাতা বা ফল বেটে হেঁকে নির্যাস ৫-৬ গুন পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন। আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

আক্রমণের পর্যায় : চারা, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

পোকামাকড় জীবনকাল : কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ডগা , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে থায়ামিথক্সাম+ক্লোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার অথবা ১মুখ) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার ৪ মুখ অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার ২ মুখ) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি গভীর ভাবে চাষ এবং আগাছামুক্ত রাখতে হবে। পুরনো ডালপালা থাকলে তা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। সবল চারা রোপন করতে হবে। সহনশীল জাত (যেমন, বারি বিটি বেগুন -১,২,৩,৪ ইত্যাদি) চাষ করতে হবে।

অন্যান্য : অন্তত সপ্তাহে কয়েকবার আক্রান্ত ডগা ও ফল থেকে পোকা সংগ্রহ করে তা নষ্ট করুন। আলোর ফাঁদ অথবা নিদিষ্ট সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন। ১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম আধাতাঙ্গা নিমবীজ ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে, ছেকে আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে এই পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

বেগুনের রোগের তথ্য

রোগের নাম : ফল ফেটে যাওয়া সমস্যা

রোগের কারণ : শরীরবৃত্তীয় কারণ

ক্ষতির ধরণ : তাপমাত্রার দ্রুত পরিবর্তন, অতি পানি ঘাটতির পর হঠাৎ সেচ দেওয়া বা গাছের শরীরবৃত্তীয় কারণে কখনও কখনও বেগুন ও বেগুন গাছ ফেটে যায়। এতে বেগুন খাবারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল , সম্পূর্ণ গাছ

পূর্ব-প্রস্তুতি : ১. আগাম বীজ বপন করা ২. নিয়মিত জমির আদ্রতা পরীক্ষা করে সেচ দিন। ৩. খরার সময় হঠাৎ জমিতে সেচ প্রয়োগ করবেন না ৪. সুষম সার ব্যবহার করা ৫. সঠিক দুরত্বে চারা রোপন করা

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : কোনিফেরা ব্লাইট

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগে আক্রান্ত হলে প্রথমে পাতায় পানি ভেজা ক্ষত দেখা যায়। পরে পাতার আগা পুড়ে যায়, ফল পঁচে যায় এবং ফল, কান্ড ও শাখা কাল রং ধারণ করে এবং ছত্রাকের কাল মাথায়ুক্ত সাদা সাদা বর্ধিত অংশ দেখা যায় ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা : প্রোপিকোনা জল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ডিজিট করুন

পূর্ব: প্রস্তুতি- সুষম সার ব্যবহার করা। কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আগে ও পরে জীনাশক রাখা

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : পাউডারী মিলডিউ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগ হলে পাতা ও গাছের গায়ে সাদা পাউডারের মত দাগ দেখা যায়, যা ধীরে ধীরে সমস্ত পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত বেশী হলে পাতা হলুদ বা কালো হয়ে মারা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কাণ্ড, পাতা, কচি পাতা

ব্যবস্থাপনা : সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন কুমুলাস ডিএফ বা রনোভিট ৮০ ডব্লিউজি বা থিওভিট ৮০ ডব্লিউজি বা সালফোলাক ৮০ ডব্লিউজি, ম্যাকসালফার ৮০ ডব্লিউজি বা সালফেটক্স ৮০ ডব্লিউজি ২৫ গ্রাম) অথবা এবামেস্টিন জাতীয় (ভার্টিকেক ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ডিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আগাম বীজ বপন করা। সুষম সার ব্যবহার করা। জমি পরিদর্শন। রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার।

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করা।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮

রোগের নাম : মোজাইক রোগ

রোগের কারণ : মোজাইক ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : এর রোগ হলে গাছে হলুদ ও গাঢ় সবুজ ছোপ ছোপ মোজাইক করা পাতা দেখা দেয় এবং পাতা কঁকড়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা, কচি পাতা

ব্যবস্থাপনা : জাব পোকা এ রোগের বাহক, তাই এদের দমনের জন্য ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ডিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা। ক্ষেত থেকে আক্রান্ত গাছ তুলে পুতে ফেলা/ পুড়ে দেয়া

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করা।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : পাতা ও ফলের দাগ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতায় বাদামি দাগ পড়ে। এ দাগ পরে সব পাতা ও ফলে ছড়িয়ে পড়ে। বেশি আক্রমণে পাতা ও ফল ঝরে পড়ে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা, কচি পাতা, ফল

ব্যবস্থাপনা : রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালানিশাক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালানিশাকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : জমি পরিদর্শন। রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার। প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম হারে নোইন দিয়ে বীজ শোধন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮

রোগের নাম : গুচ্ছ পাতা/ খুদে পাতা / ছোট পাতা রোগ

রোগের কারণ : মাইকো প্লাজমা

ক্ষতির ধরণ : বেগুনের ক্ষুদে পাতা রোগ হলে গাছে তুলসি পাতার মত অসংখ্য ছোট ছোট পাতা দেখা দেয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : জাব পোকা ও জ্যাসিড এ রোগের বাহক, তাই এদের দমনের জন্য ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালানিশাক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালানিশাকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব: প্রস্তুতি- পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ ও আক্রান্ত গাছ ও আগাছা তুলে বিনষ্ট করুন। জমি পর্যবেক্ষণ করুন। আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে মাটিতে / পুঁতে ফেলতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮

রোগের নাম : ঢলেপড়া রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া

ক্ষতির ধরণ : কান্ডের মাটি বরাবর গোড়া পানসে দাগ দেখা দেয় পড়ে তা গাচ রঙ ধারণ করে। আন্তে আন্তে সম্পূর্ণ গাছ ঢলে পড়ে ও শেষে মারা যায়। আক্রান্ত গাছের গোড়ার প্রায় ২ ইঞ্চি ডাল কেটে পানিতে ৫-১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখলে ব্যাকটেরিয়া হতে সাদা কষের মত তরল পদার্থ (ব্যাকটেরিয়াল উজ) বেরিয়ে আসে, যাতে পানির রং সাদা হয়ে যায়। আক্রান্ত গাছ সকালে সুস্থ দেখালেও বিকেলে ঢলে পড়ে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ডের গোড়ায়

ব্যবস্থাপনা : ছত্রাকের আক্রমণ হলে ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন(রিডোমিল গোল্ড ২০ গ্রাম) অথবা কার্বান্ডিজম জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন (এমকোজিম ৫০ ; অথবা গোল্ডাজিম ৫০০ ইসি ১০ মিলি / ২ মুখ) ১০ লি পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন পরপর ৩ বার গাছের গোড়ায় ও মাটিতে স্প্রে করুন । ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালানিশাক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালানিশাকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করা। মাটি ও বীজ শোধন। পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ। বন বেগুনের সাথে জোড় কলমকরে চারা রোপন করুন । চারা লাগানোর আগে প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম গুপের ছত্রাকনাশক যেমন: নোইন অথবা ৪ গ্রাম ট্রাইকোডারমা ভিরিডি মিশিয়ে ১৫-২০ মিনিট ধরে চারা শোধন করে নিন।

অন্যান্য : ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ হলে ক্ষেতের মাটিতে বিঘাপ্রতি ২ কেজি হারে রিচিং পাউডার ছিটাতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২২০১৮/০২/

রোগের নাম : কান্ড ও ফল পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : চারা গাছের কান্ডের গোড়ার দিকে বাদামি ক্ষত দেখা যায় ও গাছ বড় হলে ফলের গায়ে হালকা বাদামি ক্ষত দেখা যায়। প্রথমে মাটি বরাবর গাছের গোড়ায় প্রথমে সবুজাভ জলবসা দাগ দেখা যায়। এই দাগ কান্ডকে ঘিরে ফেলে। এরপর গাছ নেতিয়ে পড়ে ও গাছ মারা যায়। ফলন্ত গাছে আক্রমণ হলে ফল পঁচে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , ফল

ব্যবস্থাপনা : রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) অথবা প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে । ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালানিশাক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালানিশাকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : সেচ /বৃষ্টির পর গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিন। আক্রান্ত ফল ও গাছ গোড়ার মাটিসহ তুলে পুড়িয়ে বা অনত্র বিনষ্ট করে ফেলুন। ফসল সংগ্রহের পর সমস্ত গাছ ও জমি পুড়িয়ে রোগের জীবাণু নষ্ট করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮

বেগুন এর ফসল তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল তোলা : সাধারণত ফুল ফোটার ১ মাস পরে ফল তোলার অবস্থায় আসে। চারা লাগানোর দুই থেকে আড়াই মাস পরে ফসল তোলার সময় হয়। প্রতি সপ্তাহে গাছ থেকে দু আঙ্গুলে বেগুনে চাপ দিলে যদি বসে যায় চাপ তুলে নিলে বেগুনের ত্বক আগের অবস্থায় ফিরে আসে এ সময় ধারাল ছুরির সহায়তায় বেগুনের বীটা কেটে ফসল তোলা হয়। চাপ দিলে বেগুন নরম মনে হয় কিন্তু আঙ্গুলের চাপ আগের অবস্থায় ফিরে না আসে তাহলে তা এখনো পোক বা তোলার অবস্থায় আসেনি।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে : ছোট, ভিন্ন আকারের ফল / পোকা বা রোগাক্রান্ত ফল আলাদা করে নিন। বেশী ফল সংগ্রহ করতে হলে একটি ছায়াযুক্ত স্থানে পরিষ্কার বিছিয়ে তাতে প্রাথমিক আকারে সংগ্রহ করতে হবে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ : চটের বস্তায়, বাঁশের বুড়ি, বা প্লাস্টিকের কনটেইনারে ফসল রাখুন। প্লাস্টিকের কনটেইনার সবচেয়ে বেশি উত্তম। বেশি রোদ বা চাপ যেন না লাগে সে দিকে লক্ষ্য রাখুন।

সংরক্ষণ : বেশি তাপ /রোদ না লাগে এবং বায়ু চলাচল করে এমন স্থানে বা কনটেইনারে ফসল সংরক্ষণ করুন। মাঝে মাঝে চটের বস্তার উপরে হালকা পানি স্প্রে করুন। কয়েক দিনের জন্য সংরক্ষণ করলে হিমাগারে রাখা উত্তম।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বেগুনের বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের তথ্য

বীজ উৎপাদন : জমি থেকে নির্ধারিত জাতের বালাই মুক্ত, সবল ও সতেজ গাছ নির্বাচন করে ফুল ফোটার আগে কাগজের/ পলিথিন ব্যাগ দিয়ে তা ঢেকে দিন। যাতে পর পরাগায়ণ না ঘটে। বা অন্যান্য জাতের বেগুন থেকে ৪০০ মিটার দূরে থাকে তার ব্যবস্থা নিন। বীজের জন্য ফলটি পুরা পেকে গেলে তা যখন স্বাভাবিক রঙ হারিয়ে বাদামি বা হলুদ রঙ ধারণ করে এবং ফলের খোসা শক্ত হয়ে আসে তখন তা গাছ থেকে তুলুন। ফল গাছ পাকা না হলে বীজ অপুষ্ট হতে পারে। সংগৃহীত ফল কয়েক দিন রাখার পর কিছু শাঁসসহ খোসা কেটে বাদ দিন। বাকি মাংশাল অংশসহ বীজ ২৪-৩৬ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। এর পর কাটা ও ভেজানো ফল হতে বীজ হাত দিয়ে চিপে শাঁস থেকে আলাদা করে, পরিষ্কার করে ঝিয়ে নিন।এ সময়ে হালকা ও অপুষ্ট বীজ বেছে বাদ দিন। পরে পক্ষির ও পুষ্ট বীজগুলি যথা শীঘ্র প্রথমে হালকা রোদে পরে কিছুটা প্রখর রোদে শুকিয়ে আর্দ্রতা ৮% এ নামিয়ে আনুন।টিন বা পাকা মেঝেতে বীজ না শুকায়ে ত্রিপল, কাগজ বা কাপড় ব্যবহার করুন।

বীজ সংরক্ষণ: বীজ শুকিয়ে ঠান্ডা করে, বীজের পরিমানের উপর নির্ভর করে পলিথিন ব্যাগে ভরে টিন বা বায়ুরোধি পাত্রে ভরে রাখুন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বেগুনের কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

সার ডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বেগুনের খামার যন্ত্রপাতি

যন্ত্রের নাম : কোদাল

ফসল : বেগুন

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি : হস্ত চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা : আইল ছাঁটা, সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি। কম জমির জন্য ফসল তোলা ও পরিচর্যায় ব্যবহার হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : সশয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস : খামার যান্ত্রিকীকরণ এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

যন্ত্রের নাম : মই

ফসল : বেগুন

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা : জমি চাষে ব্যবহার করা হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : সশয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস : খামার যান্ত্রিকীকরণ এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

বেগুনের বাজারজাতকরণের তথ্য

ফসল : বেগুন

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

স্থানীয়ভাবে চটের বস্তা, বুড়িতে করে, ঠেলা গাড়ি এবং রিক্সা ভ্যানে পরিবহন করুন।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

চটের বস্তা, বুড়ি, করোগেটেড বক্স, প্লাস্টিক কনটেইনারের মাধ্যমে পিকআপ, ট্রাক, কার্ভাড ভ্যানে পরিবহন করুন।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

স্থানীয় বাজারে খুচরা/ পাইকাড়ি বিক্রয়।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

প্রকিয়াজাত করে আড়ৎদারের মাধ্যমে হিমযুক্ত কার্ভাড ভ্যানে দূরবর্তী বাজার, সুপার মার্কেট, ও বিদেশে বিপণন করুন।

ফসল বাজারজাতকরণের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।